"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদেরকে সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে, স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম থাকেই শান্তিধাম আর সুখধামে"

*প্রশ্নঃ - এই যুদ্ধের ময়দানে মায়া সবচেয়ে প্রথমে তোমাদের কোন্ ব্যাপারে আক্রমণ করে?

*উত্তরঃ - নিশ্চয়ের উপরে। চলতে-চলতে নিশ্চয়কেই ভেঙে দেয়, সেইজন্য পরাজিত হয়ে যায়। যদি নিশ্চয় থাকে যে, বাবা অর্থাৎ যিনি সকলের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন, তিনিই আমাদের শ্রীমৎ দিচ্ছেন, আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ শোনাচ্ছেন, তাহলে কখনো মায়ার কাছে পরাজিত হতে পারে না।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে চলো...

ওম্ শান্তি । কার জন্য বলা হয়, কোথায় নিয়ে চলো, কীভাবে নিয়ে চলো... এটা দুনিয়াতে কেউই জানে না। তোমরা ব্রাহ্মণ কুল-ভূষণরা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জানো। বাচ্চারা, তোমরা জানো এঁনার মধ্যে যার প্রবেশ হয়, যিনি আমাদের নিজের আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন, তিনি সকলের দুঃখ হরণ করে সকলকে সুখদায়ী করে তোলেন। এটা কোনো নূতন ব্যাপার নয় । বাবা প্রতি কল্পে আসেন, সবাইকে শ্রীমৎ প্রদান করছেন। বাচ্চারা জানে বাবাও হলেন সেই তিনিই, আমরাও হলাম সেই। বাচ্চারা, তোমাদের এটা সুনিশ্চিত হওয়া উচিত। বাবা বলেন আমি এসেছি বাচ্চাদের সুখধাম, শান্তিধাম নিয়ে যেতে। কিন্তু মায়া নিশ্চয় রাখতে দেয় না। সুখধামে যেতে যেতে আবার পরাজিত করে দেয়। এটা যে যুদ্ধের ময়দান। সেই যুদ্ধ হলো বাহুবলের, এখানে হলো যোগবলের। যোগবল হলো খুবই নামীদামী, এই জন্য সবাই যোগ যোগ বলতে থাকে। তোমরা এই যোগ এক বারই শেখো। এছাড়া তারা সবাই অনেক ধরনের হঠযোগ শিখিয়ে থাকে। এটা তাদের জানা নেই যে, বাবা কীভাবে এসে যোগ শেখাচ্ছেন। তারা তো প্রাচীন যোগ শেখাতে পারবে না। বাচ্চারা, তোমরা ভালোভাবে জানো যে ইনি সেই বাবা, রাজযোগ শেখাচ্ছেন, যাঁকে স্মরণ করা হয় যে - হে পতিত-পাবন এসো। এমন জায়গায় নিয়ে চলো যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম থাকবে। স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আছেই শান্তিধাম, সুখধামে। দুঃখধামে আরাম কোথা থেকে আসবে? স্বাচ্ছন্দ্য বা আরাম নেই, তাই তো ড্রামা অনুসারে বাবা আসেন, এটা হলো দুঃখধাম। এখানে দুঃখ আর দুঃখ। দুঃখের পাহাড় যেন ভেঙে পড়ছে। যদি অনেক ধনবানও হয়, কোনো না কোনো দুঃখ অবশ্যই থেকে যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা মিষ্টি বাবার সাথে বসে আছি, যে বাবা এখন এসেছেন। ড্রামার রহস্যকেও তোমরা এখন জেনেছো। বাবা এখন এসে গেছেন আমাদের সাথে নিয়ে যাবেন। বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বলেন, কারণ তিনি যে আমাদের- এই আত্মাদেরই পিতা। যার জন্যই গায়ন আছে দীর্ঘ সময় আত্মারা পরমাত্মার সাথে বিচ্ছিন্ন ছিল। শান্তিধামে সমস্ত আত্মারা সাথে থাকে। এখন বাবা তো এসেছেন, বাকী যারা অল্পবিস্তর সেখানে থেকে গেছে, তারাও উপর থেকে নীচে আসতে থাকে। বাবা এখানে তোমাদের কতো কথা বোঝাতে থাকেন। বাড়ী গিয়ে তোমরা ভুলে যাও। অনেক সহজ ব্যাপার হলো আর বাবা, যিনি হলেন সকলের সুখদাতা, শান্তিদাতা- তিনি বাচ্চাদের বসে বোঝান। তোমরা হলে কতো অল্প সংখ্যক। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বাবার সাথে তোমাদের গুপ্ত লভ আছে। যেখানেই থাকো, তোমাদের বুদ্ধিতে থাকবে- বাবা মধুবনে বসে আছেন। বাবা বলেন আমাকে সেখানে অর্থাৎ মূলবতনে স্মরণ করো। তোমাদেরও নিবাস স্থল সেখানে হলে তো অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করবে, যাকে বলা হয় তুমিই মাতা-পিতা। তিনি অবশ্যই এখন তোমাদের কাছে এসেছেন। বাবা বলেন আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি। রাবণ তোমাদের পতিত তমোপ্রধান করেছে, এখন সতোপ্রধান পবিত্র হতে হবে। পতিত কীভাবে বাবার সাথে যেতে পারে! পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। এখন একজন মানুষও সতোপ্রধান নেই। এটা হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। এ হলো মানুষেরই বিষয় । মানুষের জন্যই সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ, তমঃ-র রহস্য বোঝানো হয়। বাবা বাচ্চাদেরকেই বোঝান। এ তো খুবই ইজি। তোমরা আত্মারা নিজেদের গৃহে ছিলে। সেখানে তো সব পবিত্র আত্মারা থাকে। অপবিত্র থাকতে পারে না। তার নামই হলো মুক্তিধাম। এখন বাবা তোমাদের পবিত্র করে পাঠিয়ে দেন। আবার তোমরা পার্ট প্লে করতে সুখধামে আসো। সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে তোমরা আসো।

আহ্বানও করে থাকে - বাবা আমাদের ওখানে নিয়ে চলো যেখানে আরাম আছে। সাধু - সন্ত ইত্যাদি কারোরই এটা জানা নেই যে, মনের আরাম কোথায় পাওয়া যেতে পারে? এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমাদের সুখ-শান্তির মনের আরাম কোথায় পাওয়া যাবে। বাবা এখন আমাদের ২১ জন্মের জন্য সুখ প্রদান করতে এসেছেন। এছাড়া যারা পরে আসে তাদের

সকলকে মুক্তি দিতে এসেছেন। দেরীতে যারা আসে তাদের পার্ট হলোই সামান্য। তোমাদের পার্ট হলো সবচেয়ে বড়। তোমরা জানো যে আমরা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে এসে এখন সেটা সম্পূর্ণ করেছি। চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়। সমগ্র পুরানো বৃক্ষের সম্পূর্ণতা আসে। এখন তোমাদের এই গুপ্ত গভর্নমেন্ট দৈবী বৃক্ষের কলম রোপণ করছে। লোকেরা তো জঙ্গলী বৃক্ষের কলম রোপণ করতে থাকে। এখানে বাবা কাঁটাকে পরিবর্তন করে দৈবী ফুলের বৃক্ষ তৈরী করে। সেটাও হলো গভর্নমেন্ট, এটাও হলো গুপ্ত গভর্নমেন্ট। তারা কি করে আর এরা কি করে! কতো পার্থক্য দেখো। তারা তো কিছুই বোঝে না। বৃক্ষের স্যাপলিং রোপণ করতে থাকে। সেইসব জঙ্গলে বৃক্ষ তো অনেক রকমের হয়। কেউ একরকম কলম লাগায় তো কেউ আরেক রকম। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের আবার দেবতা করে তুলছেন। তোমরা সতোপ্রধান দেবতা ছিলে আবার ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করে তমোপ্রধান হয়ে গেছো। কেউ সব জন্মে পবিত্র থাকবে, এটা হয় না। প্রতিটি জিনিস নতুন থেকে পুরানো হয়। তোমরা ছিলে ২৪ ক্যারট সোনা, এখন ৯ ক্যারেট সোনার গহনা হয়ে গেছো, আবার ২৪ ক্যারেট হতে হবে। আত্মারা যে এইরকম হয়ে গেছে তাই না। যেরকম সোনা সেরকম গহনা হয়। এখন সব কালো শ্যামলা হয়ে গেছে। সম্মান রক্ষার্থে কালো না বলে শ্যাম বলে দেয়। আত্মা সতোপ্রধান পিওর ছিলো, তারপর কতো খাদ পড়ে গেছে। এখন আবার পিওর হওয়ার জন্য বাবা যুক্তিও বলে দেন। এ হলো যোগ অগ্নি, তোমাদের খাদ এতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা নিজে বলেন, আমাকে এইভাবে স্মরণ করো। আমিই হলাম পতিত-পাবন। অনেক বার আমি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র করেছি। এটাও তোমরা আগে জানতে না। এখন তোমরা জানো যে - আজ আমরা পতিত হয়েছি, কালকে আবার পবিত্র হবো। ওরা তো কল্পের সময় লক্ষ বছর করে দিয়ে মানুষকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে। বাবা এসে সকল বিষয়টিকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেন। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমাদের কে পড়াচ্ছেন, জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন বাবা - যিনি হলেন সকলের সদ্গতি দাতা। ভক্তি মার্গে মানুষ কতো মহিমা করতে থাকে কিন্তু তার অর্থ কিছুই জানে না। স্তুতি করার সময় সবাইকে নিয়ে মিলিয়ে করে দেয়। যেন অতিরিক্ত গুঁড় মিশিয়ে বলে দেয়, যে যা শেখায় কন্ঠস্থ করে নেয়। বাবা এখন বলেন যা কিছু শিখেছিলে সেই সব কিছু ভুলে যাও। বেঁচে থেকেও আমার হও। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও যুক্তির সাথে চলতে হবে। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তাদের তো হলোই হঠ-যোগ। তোমরা হলে রাজযোগী। বাড়ীর লোককেও এইরকমই শিক্ষা দিতে হবে। তোমাদের চলন দেখে সেইরকমই ফলো করবে। নিজেদের মধ্যে কখনো লড়াই ঝগড়া ক'রো না। যদি লড়াই করো তো আর সকলে কি মনে করবে, এর মধ্যে তো অনেক ক্রোধ রয়েছে। তোমাদের মধ্যে কোনো বিকার থাকবে না। মানুষের বুদ্ধিকে খারাপ করার জন্য আরেকটা জিনিস হলো বায়োস্কোপ (সিনেমা), এও যেন একটা হেল (নরক)। সেখানে গেলেই বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়। দুনিয়ায় কতো নোংরা রয়েছে। একদিকে গভর্নমেন্ট আইন পাশ করায় যে ১৮ বছরের আগে কেউ বিবাহ করবে না, তবুও প্রচুর বিবাহ হতেও থাকে। ছোটো কন্যাকে কোলে বসিয়ে বিবাহ করায়। তোমরা এখন জানো যে বাবা আমাদের এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার থেকে নিয়ে যাবেন। আমাদের স্বর্গের মালিক করে তোলেন। বাবা বলেন নষ্টমোহ হয়ে যাও, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো। আত্মীয় কুটুম্ব, পরিবারের মধ্যে থেকেও আমাকে স্মরণ করো। কিছু পরিশ্রম করলে তবে তো বিশ্বের মালিক হবে। বাবা বলেন মামেকম্ অর্থাৎ একমাত্র আমাকে স্মরণ করো আর আসুরী গুণ ত্যাগ করো। রোজ রাত্রে নিজের তালিকা বের করো। এটা হলো তোমাদের ব্যবসা। এই ব্যবসা বিরলই কেউ করে থাকে। এক সেকেন্ডে কাঙালকে মুকুটধারী করে দেয়, এটা যাদুই হয়ে গেলো তাই না! এইরকম যাদুকরের হাত তো ধরে নেওয়া উচিত। যিনি আমাদের যোগবলের দ্বারা পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন। দ্বিতীয় কেউ করতে পারবে না। গঙ্গা-মায়ের কাছে কেউ পবিত্র হতে পারে না। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে কত জ্ঞান আছে। তোমাদের ভিতরে-ভিতরে খুশী হওয়া উচিত - বাবা আবার এসেছেন। দেবীদেরও কতো চিত্র ইত্যাদি তৈরী করে, তাদের হাতিয়ার দিয়ে ভয়ঙ্কর বানিয়ে দেয়। ব্রহ্মারও কতো হাত দিয়ে দেয়, এখন তোমরা বুঝতে পারো ব্রহ্মার হাত তো লক্ষ সংখ্যক হবে। এতো সব ব্রহ্মাকুমার- কুমারীরা এই বাবার উৎপত্তি যে না, তো প্রজাপিতা ব্রহ্মার এতো এতো হাত।

এখন তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা রত্ন নির্গত হওয়া উচিত। জ্ঞান রত্ন ব্যাতীত আর কোনো কথা নয়। এই রত্নের ভ্যালু (মূল্যায়ণ) আর কেউ করতে পারবে না। বাবা বলেন মন্মনাভব। বাবাকে স্মরণ করলে দেবতা হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস ১১-০৩-৬৮

তোমাদের কাছে প্রদর্শনী উদ্বোধন করবার জন্য বড় বড় ব্যক্তিরা আসে। তারা শুধু এটা মনে করে যে ভগবানকে পাওয়ার জন্য এরা এই বেশ ভালো পথ বের করেছে। যেমন ভগবানকে প্রাপ্ত করার জন্য সৎসঙ্গ ইত্যাদি করে, বেদ পড়ে সেরকম এটাও এরা এই পথ নিয়েছে। তাছাড়া এটা বুঝতে পারে না যে, এদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন। শুধু ভালো কাজ করে, পবিত্রতা আছে আর ভগবানের সাথে মিলন করায়। এই দেবীরা ভালো পথ বের করেছে, ব্যস্। যাকে দিয়ে উদ্বোধন করানো হয় সে তো নিজেকে খুবই উচ্চ মানের মনে করে। কোনো বড় ব্যক্তি বাবাকে মনে করে কোনো মহান পুরুষ, গিয়ে ওনার সাথে মিলিত হয়। বাবা তো বলেন, প্রথমে ফর্ম ভরে পাঠাও। বাচ্চারা, প্রথমে তোমরা তাদের কাছে বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় দাও। পরিচয় ব্যাতীত এসে কি করবে! শিববাবার সাথে তো তখনই মিলিত হতে পারবে যখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে। পরিচয় ব্যাতীত মিলিত হয়ে কি করবে! বিত্তশালী কেউ এলে, মনে করে আমি এনাকে কিছু দেবো। গরীব কেউ এক টাকা দেয়, বিত্তশালী যে ১০০ টাকা দেয়, গরীবের এক টাকা ভ্যালুয়েবেল হয়ে যায়। সেই বিত্তশালী লোকেরা তো কখনো স্মরণের যাত্রাতে সঠিক ভাবে থাকতে পারে না, তারা আত্মঅভিমানী হতে পারে না। প্রথমে তো পতিত থেকে কীভাবে পবিত্র হবে সেটা লিখে দাও, তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এর মধ্যে অনুপ্রেরণা ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ করলে মরচে দূর হয়ে যাবে। প্রদর্শনী ইত্যাদি দেখতে আসে কিন্তু আবার দুই তিনবার এসে বুঝলে তখন বোঝা যাবে এর কিছু তীর লেগেছে। দেবতা ধর্মের হবে, সে ভক্তি ভালো রকম করেছে। যদি কারোর ভালো লাগেও কিন্তু লক্ষ্যকে ধরে না, তবে সেটা কোন্ কাজের হলো। তোমরা বাচ্চারা এটা জানো যে ড্রামা চলতে থাকবে। যা কিছু চলেছে বুদ্ধির দ্বারা মনে করে কি হচ্ছে! তোমাদের বুদ্ধিতে ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তিত হতে থাকে, রিপিট হতে থাকে। যে যা কিছু করেছে সে সেইটাই করে। বাবা কার থেকে নেবেন, না নেবেন তাঁর হাতে আছে। যদি সে কখনো সেন্টার ইত্যাদি খোলে, পয়সা কাজে আসে। তখন তোমাদের প্রভাব বের হবে, পয়সা আবার কি করবে! মূল ব্যাপার হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়া। সেটা তো হলো খুব কঠিন, এতে লেগে পড়ো। আমাদের তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে। রুটি খাও আর বাবাকে স্মরণ করো। মনে করবে আমি তো প্রথমে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেব। আমি হলাম আত্মা - প্রথমে তো এটা সুনিশ্চিত করা চাই। এইভাবে কেউ যখন বের হবে তখন তীব্র ভাবে দৌড়াতে পারবে। বাস্তবে তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা সমগ্র বিশ্বকে যোগবলের দ্বারা পবিত্র করে তোলো, তাই বাচ্চাদের কতো নেশা থাকা দরকার। মূল কথা হলোই পবিত্রতার। এখানে পড়ানোও হয় আর পবিত্রও হয়ে উঠতে হয়, স্বচ্ছও থাকতে হয়। মনের ভিতরে আর কোনো কথা স্মরণে থাকতে নেই। বাচ্চাদের বোঝানো হয় অশরীরী ভব। এখানে তোমরা পারাট প্লে করতে এসেছো। সবাইকে নিজের-নিজের পার্ট প্লে করতেই হবে। এই নলেজ বুদ্ধিতে থাকা উচিত। সিঁড়ির উপরেও তোমরা বোঝাতে পারো। রাবণ রাজ্য হলোই পতিত, রামরাজ্য হলো পবিত্র। আবার পতিত থেকে পবিত্র কীভাবে হবে, এইরকম ধরনের ব্যাপারে বিশ্লেষণ করা উচিত, একেই বিচার সাগর মন্থন করা বলা হয়। ৮৪ জন্মের চক্র স্মরণে আসা উচিত। বাবা বলেছেন- আমাকে স্মরণ করো। এটা হলো আত্মীক যাত্রা। বাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হয়।ওই শারীরিক যাত্রাতে আরোই বিকর্ম হতে থাকে। বলো, এটা হলো তাবিজ। এটা বুঝলেও দুঃখ দূর হয়ে যায়। তাবিজ পড়েই দুঃখ দূর হওয়ার জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুড নাইট ।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) নষ্টমোহ হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মীয় কুটুম্ব, পরিবারের মধ্যে থেকে বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। অবগুণকে ত্যাগ করতে থাকতে হবে।

২ ) নিজের আচার আচরণ এমন রাখতে হবে যা দেখে সবাই ফলো করবে। কোনো রকম বিকার যেন ভিতরে না থাকে, এটা নিরীক্ষণ করতে হবে।

*বরদানঃ-* ডবল সেবার দ্বারা অলৌকিক শক্তির সাক্ষাৎকার করিয়ে বিশ্ব সেবাধারী ভব

যেরকম বাবার স্বরূপই হল বিশ্বসেবক, এইরকম তোমরাও হলে বাবার সমান বিশ্ব সেবাধারী। শরীরের দ্বারা স্থুল সেবা করেও মনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের সেবার উপর তৎপর থাকো। একই সময়ে তন আর মনের দ্বারা একত্রে সেবা হবে। যারা মন্সা এবং কর্মণা - দুইএর দ্বারা একসাথে সেবা করে, তাদেরকে যারা দেখে, তাদের এই অনুভব বা সাক্ষাৎকার হয়ে যায় যে এরা কোনও অলৌকিক শক্তি। এইজন্য এই অভ্যাসকে নিরন্তর আর ন্যাচারাল বানাও। মন্সা সেবার জন্য বিশেষ একাগ্রতার অভ্যাস বৃদ্ধি করো।

*স্লোগানঃ-* সর্ব প্রতি গুণগ্রাহক হও কিন্তু ফলো এক ব্রহ্মা বাবাকেই করো।

অব্যক্ত ঈশারা :- সত্যতা আর সভ্যতা রূপী কালচারকে ধারণ করো

এখন স্বচ্ছতা আর নির্ভয়তার আধারে সত্যতার দ্বারা প্রত্যক্ষতা করো। মুখ দিয়ে সত্যতার অথোরিটি স্বতঃই বাবাকে প্রত্যক্ষতা করাবে। এখন পরমাত্ম বম্ব (সত্য জ্ঞান) দ্বারা ধরণীকে পরিবর্তন করো। এর সহজ সাধন হল - সদা মুখের উপর বা সংকল্পে নিরন্তর মালার সমান পরমাত্ম স্মৃতি থাকবে। সকলের অন্তরে একটাই ধুন থাকবে - আমার বাবা। সংকল্প কর্ম আর বাণীতে এই অখন্ড ধুন থাকবে, এটাই অজপাজপ থাকবে। যখন এটাই অজপাজপ হয়ে যাবে তখন অন্যান্য সব কথা স্বতঃই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;